সংবাদ

তারিখ 28-OCT-2007
পৃষ্ঠা 12 কলাম 4

১৫টি এনজিও'র যৌথ সংবাদ সম্মেলন

প্রাথমিক স্তরে ঝরেপড়া শিক্ষার্থীর হার ১৪ ভাগ বাড়ায় উদ্বেগ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-২) মেয়াদ অর্ধেক পেরিয়ে গেলেও প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থী ঝরেপড়ার সংখ্যা প্রায় ১৪ শতাংশ বাড়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে দেশের ১৫টি এনজিও। এদের মতে, প্রকল্প শুরু সময় দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রী ঝরেপড়ার হার ছিল ৩৩ ভাগ, এখন তা বেড়ে ৪৭ ভাগ দাঁড়িয়েছে। ফলে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষ এ প্রকল্পের সার্বিক সাফল্য নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।

গতকাল সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি

উদ্বেগ : পৃঃ ২ কঃ ৮

উদ্বেগ : এনজিও'র

(১২ পৃষ্ঠার পর)

মিলনায়তনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য তুলে ধরা হয়। এডভান্সিং পাবলিক ইন্টারেস্ট ট্রাস্টের তত্ত্বাবধানে ১৫টি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। সংবাদ সম্মেলনে দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-২) সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন এডভান্সিং পাবলিক ইন্টারেস্ট ট্রাস্টের (এপিআইটি) নির্বাহী পরিচালক সাদিক বিন শামস, স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতির (এসইউএস) কোঅর্ডিনেশন অফিসার জীবন দে শ্যামল, জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের সভাপতি খন্দকার জহুরুল ইসলাম প্রমুখ।

যেসব সংস্থা এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে তারা হলো- উদ্যোক্তা সংস্থাসমূহ : এডভান্সিং পাবলিক ইন্টারেস্ট ট্রাস্ট (এপিআইটি), এএসইডি, বেস, বটতলা ফাউন্ডেশন, কোস্টাল এসোসিয়েশন ফর সোস্যাল ট্রান্সফরমেশন ট্রাস্ট (কোস্ট), এসো দেশ গড়ি, উন্নয়ন অন্বেষণ, ন্যাশনাল ফোরাম অব অর্গানাইজেশনস ওয়ার্কিং উইথ দি ডিজএবল্ড (এনএফওডব্লিওডি), এনআরডিএস, আমার ভিশন কমিউনিকেশন (এভিসি), স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি (এসইউএস), সলিডারিটি, উত্তরণ, ওয়েভ ফাউন্ডেশন এবং স্রাবারং কল্যাণ সমিতি, ইন্টারাকশন।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, মানসম্মত সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০০৩ সালে ১১টি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ সরকার ৬ বছর মেয়াদি দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিএডিপি-২) নামে একটি কর্মসূচি হাতে নেয়। আগামী ২৯ অক্টোবর থেকে সরকারের এই কর্মসূচিটির মধ্যবর্তী পর্যালোচনা শুরু হবে

বক্তারা বলেন, তৃণমূল পর্যায়ের গবেষণা শেষে পিইডিপি-২ বাস্তবায়নের প্রকৃত চিত্র উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করেছে উদ্যোক্তা সংস্থাসমূহ। তাদের মতে, মেয়াদের অর্ধেকের বেশি সময় পেরিয়ে এলেও পিইডিপি-২'র অগ্রগতির মান সন্তোষজনক নয়।

এর মধ্যে সবচেয়ে আশঙ্কাজনক উপাত্ত ঝরেপড়া শিক্ষার্থীর হার যা ২০০২-এ ৩৩ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৬-এ ৪৭ ভাগ হয়েছে। প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ে অংশগ্রহণ না করার হার ২০০৩-এ ৯২.৪ ভাগ ছিল, যা ২০০৪-এ ৮৩.৩ ভাগ এ নেমে এসেছে। এ অবস্থায় উদ্যোক্তা সংস্থাসমূহ আশঙ্কা প্রকাশ করে যে, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য ২০১৫ সালের মধ্যে অর্জন করা সম্ভব নয়।

সংস্থাসমূহ বিদেশী পরামর্শের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতার সমালোচনা করে সংবাদ সম্মেলনে বলেন, পিইডিপি-২ কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার প্রায় ৬৫ ভাগ আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। কিন্তু পিইডিপি-২তে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দাতাগোষ্ঠী সম্পৃক্ত থাকলেও এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় বিশেষ উন্নয়ন সহযোগী এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের একক প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।